সিন্ডিকেট সভা হয়নি, প্রত্যাহার হয়নি ক্যাম্পাস-হল বন্ধের নির্দেশনা

বাকৃবি প্রতিনিধি

চলমান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সিন্ডিকেট সভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সৃষ্ট নতুন জটিলতায় তা অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাড়ে চার ঘণ্টা আলোচনার পর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার কিছুই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক মো. শহীদুল হক।

আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. সোনিয়া সেহেলী বলেন, ‘সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের

ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে।’ তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আর আমাদের হাতে থাকবে না। বিষয়টি জেলা প্রশাসনের হাতে চলে যাবে। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেট সভার জন্য লিখিত ডকুমেন্ট প্রয়োজন।

এজন্য শিক্ষার্থীদের দাবি এবং আমাদের পক্ষের দাবি নিয়ে একটি যৌথ ডকুমেন্ট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে শিক্ষার্থীদের বারবার ডাকা হলেও তারা আসেনি। ফলে ডকুমেন্ট তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় উপাচার্যের পক্ষে ডকুমেন্ট ছাড়া সিন্ডিকেট সভা করা সম্ভব নয়।

’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক মো. শহীদুল হক বলেন, ‘সিন্ডিকেট সভার জন্য লিখিত ডকুমেন্ট প্রয়োজন। সেটির জন্যই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। তারা কেবল কালক্ষেপণ করেছে এবং এক ঘণ্টা ধরে তাদের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলার পরও তারা আসেনি। এই পরিস্থিতে আমরা উপাচার্যের কাছে যৌথ বিবৃতি দিতে পারিনি। এখন শিক্ষার্থীরা কোনো কর্মসূচি পালন করলে বা ভাঙচুর করলে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন তদারকি করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু বন্ধ তাই স্থানীয় প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি দেখবে।’

এ বিষয়ে আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী এহসানুল হক হিমেল বলেন, ‘গতকাল আমরা ৬১ জন শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এর পরও আজ তারা আমাদের মাত্র পাঁচজনকে যৌথ বিবৃতির জন্য যেতে বলেছেন। গতকালের দীর্ঘ আলোচনায় আমাদের দাবি ও সিদ্ধান্ত সবই আমরা উল্লেখ করেছি এবং আমাদের স্বাক্ষরও দিয়েছি। এতকিছুর পরও কেন আবার পাঁচজনকে লিখিত দিতে হবে–এটাই বোধগম্য নয়।’

এহসানুল আরো বলেন, ‘গতকালের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আজ দুপুর ১২টার মধ্যে উপাচার্য হল বন্ধের নোটিশ প্রত্যাহার করবেন। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের প্রশাসনিক এবং শিক্ষাগত কোনো হয়রানি করা হবে না–মর্মে তিনি লিখিত নথি প্রকাশ করবেন। কিন্তু এর কিছুই হয়নি। শিক্ষকরা আমাদের কোনোরকম সহযোগিতা করছেন না। আমাদের একক ডিগ্রির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত এখনো পাইনি। আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি কী হবে–সেটা নিয়ে অনুষদের সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।